সকল অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ

প্রথম অধ্যায়: যুক্তিবিদ্যা পরিচিতি

১. যুক্তিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো– 'Logic'।
২. Logic শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে– গ্রিক Logike থেকে।
৩. যুক্তিবিদ্যার জনক– এরিস্টটল।
৪. যুক্তিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হলো– সবিচার চিন্তা (Reflective Thinking)।
৫. চিন্তা ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে– স্মৃতি, কল্পনা, অনুমান প্রভৃতি।
৬. যুক্তিবিদ্যার দুটি ধারা হলো– প্রচলিত যুক্তিবিদ্যা ও প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা।
৭. যুক্তিবিদ্যার লক্ষ্য হলো– যুক্তির বৈধতা বিচার করা।
৮. যুক্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ধারণার উদ্ভবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন– মিশরীয়রা।
৯. ইতিহাসে দ্বিতীয় এরিস্টটল হিসেবে পরিচিত– আল ফারাবি।
১০. গাণিতিক যুক্তিবিদ্যার আধুনিক বিকাশ শুরু হয়– জর্জ বুলের *"The Laws of Thought"* গ্রন্থের মাধ্যমে।
১১. যুক্তির প্রক্রিয়ার দুটি মাধ্যম হলো– আরোহ ও অবরোহ।
১২. যুক্তির ক্ষেত্রে ও প্রতীক পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু করেন– দার্শনিক জর্জ বুল।
১৩. 'যুক্তিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হলো সবিচার চিন্তা'– যুক্তিবিদ স্টেবিং।
১৪. যুক্তিবিদ্যা হলো– অনুমান সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
১৫. এরিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাবলির নাম– Organon।
১৬. যুক্তিবিদ্যা হলো চিন্তার বিজ্ঞান– যুক্তিবিদ যোসেফ।
১৭. সুশৃঙ্খল চিন্তা ও তার প্রকাশকেই বলা হয়– যুক্তিসঙ্গত বা যৌক্তিক চিন্তা।
১৮. "যুক্তিবিদ্যা হলো সার্বিক থেকে বিশেষ এবং কারণ থেকে কার্যে যাওয়ার প্রক্রিয়া"– উক্তিটি এরিস্টটলের।
১৯. অবরোহ যুক্তিবিদ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য– আকারগত সত্যতা লাভ করা।
২০. শিল্পশৈলী ও কলাকৌশল বৃত্তিকে বলে– কলা।
২১. যুক্তিবিদ্যা বিজ্ঞান নয় বরং এটি একটি কলা– যুক্তিবিদ আলড্রিচ এর মতামত।
২২. বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বিজ্ঞানকে ভাগ করা হয়– আকারগত ও বস্তুগত বিজ্ঞান হিসেবে।
২৩. যুক্তিবিদ্যার আদর্শ হলো– সত্য।
২৪. যুক্তিবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে– অনুমান।
২৫. সুসংহত বা সুসংবদ্ধ চিন্তা ভাষায় প্রকাশ পেলে তাকে বলে– যুক্তি।
২৬. পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে যুক্তিবিদ্যা হলো– দর্শনের সারসত্তা।

দ্বিতীয় অধ্যায়: যুক্তিবিদ্যার প্রায়োগিক দিক

১. দর্শনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো– Philosophy।
২. 'দর্শন' হলো একটি– সংস্কৃত শব্দ।
৩. Philosophy' শব্দের অর্থ হলো– জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ।
৪. দর্শনের পরিধি– অতীন্দ্রিয় জগৎ পর্যন্ত।
৫. ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে দর্শন হলো– জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বা ভালোবাসা।
৬. যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়মাবলির নিশ্চয়তা বিধান করে– দর্শন।
৭. নীতিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো– Ethics।
৮. সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান হলো– নীতিবিদ্যা।
৯. যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা উভয়ই– আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।
১০. সত্যতা যুক্তিবিদ্যার বিষয় এবং কল্যাণ– নীতিবিদ্যার বিষয়।
১১. ভালোত্ব ও মন্দত্বের উপলব্ধি সৃষ্টি করে– নীতিবিদ্যা।
১২. নীতিবিদ্যার ইংরেজি 'Ethics' এসেছে– গ্রিক শব্দ 'ethica' থেকে।
১৩. মানুষের আচার-আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান হলো– নীতিবিদ্যা।
১৪. যুক্তিবিদ্যার বিশ্লেষণ আবর্তিত হয়– অনুমানকে কেন্দ্র করে।
১৫. বিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে বিকাশ ঘটে– প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার।
১৬. নন্দনতত্ত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো– 'Aesthetic'।
১৭. নান্দনিক সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করে– নন্দনতত্ত্ব।
১৮. নন্দনতত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যা– একে অপরের পরিপূরক।
১৯. প্রতিটি শিল্পকর্মের রুচি সংক্রান্ত অবধারণ– নন্দনতত্ত্বের অন্যতম লক্ষ্য।
২০. নান্দনিক ও আকর্ষণীয় দুটো দিকই দেখা যায়– নন্দনতত্ত্বে।
২১. আদি প্রাচীন যুগে গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের হাতে সৃষ্টি হয়– নন্দনতত্ত্বের।
২২. শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্বের বিষয়কে জ্ঞানের নিকৃষ্টতম অংশ মনে করতেন– দার্শনিক প্লেটো।
২৩. গণিতশাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেন– প্রাচীন গ্রিকরা।
২৪. যুক্তিবিদ্যা ও গণিতের তত্ত্বগত ভিত্তি– এক ও অভিন্ন।
২৫. গণিতশাস্ত্রে দ্বৈত ভূমিকা পালন করে– যুক্তিবিদ্যা।
২৬. সত্যবোধের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে– গণিতশাস্ত্র।
২৭. ১৭শ শতকে ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেন– বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন।
২৮. বিশ্লেষণিক ও সংশ্লেষণিক উভয় দিকই পরিলক্ষিত হয়– যুক্তিবিদ্যায়।
২৯. যুক্তিবিদ্যা ও গণিত উভয়ই চিহ্নিত হয়– রূপগত বা আকারগত বিজ্ঞান হিসেবে।
৩০. আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের জনক হলেন– ইংরেজ বিজ্ঞানী চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage)।
৩১. কম্পিউটারের মৌলিক কার্যক্রম ও গঠন সংক্রান্ত এক ধরনের ডিজাইন হলো– কম্পিউটার লজিক।
৩২. ১৯৯৩ সালে J. Hartmanis গণনা জটিলতাকে অভিহিত করেন– 'সম্ভাব্যতার পরিমাণগত পর্যালোচনা' বলে।
৩৩. যুক্তির আকারিক বিজ্ঞান হলো– যুক্তিবিদ্যা।
৩৪. কম্পিউটার বিজ্ঞানে জোর দেওয়া হয়– প্রোগ্রামিং ভাষা ও বাস্তবায়নযোগ্য গণনার ওপর।
৩৫. 'অ্যালগরিদম তত্ত্ব' ও 'গাণিতিক যুক্তিবিজ্ঞান' হলো– কম্পিউটার বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব।
৩৬. তত্ত্ব, প্রকৌশল ও পরীক্ষা নিরীক্ষা, এই তিনের সমন্বয়ে তৈরি হয়– কম্পিউটার বিজ্ঞান।
৩৭. কম্পিউটার বিজ্ঞানের ভাষা হলো– প্রতীকী ভাষা।
৩৮. কম্পিউটার বিজ্ঞানে প্রয়োগ করা হয়– যুক্তিবিদ্যার লজিক্যাল থিওরেম।
৩৯. শিক্ষার ইংরেজি শব্দ হলো– Education।
৪০. অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনই হলো– শিক্ষা।
৪১. ইংরেজি 'Education' শব্দটির উৎপত্তি– ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে।
৪২. প্রাচীন শিক্ষার আনুষঙ্গিক বিষয় ছিল– ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কঠোরতা।
৪৩. মানব বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং দিকনির্দেশনা হলো– শিক্ষা দর্শন।
৪৪. মানুষের স্বাভাবিক যুক্তির পারদর্শীতা ও ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়– যুক্তিবিদ্যা।
৪৫. 'মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব'– বলেছেন এরিস্টটল।
৪৬. যুক্তিবিদ্যা সাধারণত নির্ভরশীল– অবরোহ পদ্ধতির ওপর।
৪৭. অবরোহ পদ্ধতি হলো– ভাষার বিচারমূলক চিন্তা।
৪৮. বাস্তব জীবনে যুক্তিবিদ্যা ও যুক্তি চিন্তন প্রয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো– দার্শনিক যুক্তিবিদ্যা।
৪৯. যুক্তিবিন্যাসের ক্ষমতা হলো মানুষের– সহজাত বৈশিষ্ট্য।
৫০. অবৈধ বিষয় থেকে বৈধ বিষয় পার্থক্য করার শিক্ষা দেয়– যুক্তিবিদ্যা।

তৃতীয় অধ্যায়: যুক্তির উপাদান

১. ইংরেজি 'Term' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে– পদ।
২. 'Terminus' শব্দের অর্থ হচ্ছে– প্রান্ত বা সীমা।
৩. Term কথাটির উৎপত্তি– ল্যাটিন Terminus শব্দ থেকে।
৪. এক বা একাধিক অর্থপূর্ণ শব্দ দ্বারা গঠিত হয়– পদ।
৫. যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় নামক যে দুটি উপাদান থাকে তাদের বলা হয়– পদ।
৬. একটি যুক্তিবাক্যের তিনটি অংশ হলো– উদ্দেশ্য, সংযোজক ও বিধেয়।
৭. কোনো অর্থবোধক বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে বলে– শব্দ।
৮. যুক্তিবিদ্যায় শব্দ প্রধানত– তিন প্রকার।
৯. যুক্তিবিদ ড. কিনস জাত্যর্থকে ভাগ করেছেন– তিনটি ভাগে।
১০. ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ শব্দ দুটি প্রথম ব্যবহার করেন– ব্রিটিশ যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল।
১১. ব্যক্ত্যর্থ হলো পদের– সংখ্যার দিক।
১২. জাত্যর্থ হলো পদের– গুণের দিক।
১৩. কোনো অর্থপূর্ণ পদের সাহায্যে বচনে ব্যবহৃত হয়– সহ পদযোগ্য শব্দ।
১৪. প্রকৃতপক্ষে আদৌ কোনো পদ নয়– পদ নিরপেক্ষ শব্দ।
১৫. ব্যক্ত্যর্থের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো– Denotation.
১৬. জাত্যর্থের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো– Connotation.
১৭. ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ শব্দ দুটি প্রথম ব্যবহার করেন– ব্রিটিশ যুক্তিবিদ জে এস মিল।
১৮. জাত্যর্থ হলো কোনো পদের– গুণের দিক।
১৯. পদের সংখ্যার দিককে ঐ পদের– ব্যক্ত্যর্থ।
২০. আত্মগত জাত্যর্থ এবং বস্তুগত জাত্যর্থ হলো– জাত্যর্থের দুটি ভাগ।
২১. নামবাচক পদগুলোকে জাত্যর্থক বলে মনে করেন– যুক্তিবিদ জেভন্স।
২২. সরল পদকে বলা হয়– 'এক শাব্দিক পদ'।
২৩. সমষ্টিবাচক পদকে– দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
২৪. যৌগিক পদকে বলা হয়– 'বহুশাব্দিক পদ'।
২৫. বিশেষ পদে নির্দেশ করা হয়– একটিমাত্র ব্যক্তি বা বস্তুকে।
২৬. বিশিষ্ট নাম পদকে বলা হয়– অর্থহীন বিশিষ্ট পদ।
২৭. *'A System of Logic'* গ্রন্থটি রচনা করেন– যুক্তিবিদ মিল।
২৮. বাক্যে অংশ থাকে– দুটি।
২৯. যুক্তিবাক্যে অংশ থাকে– তিনটি।
৩০. অবধারণ হচ্ছে– দুটি ধারণার মানসিক সংযুক্তিকরণ।
৩১. যুক্তিবাক্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য– এর মধ্যে সত্য বা মিথ্যার গুণ থাকে।
৩২. অবধারণের মৌল ভিত্তি হচ্ছে– 'ধারণা' বা প্রত্যয়।
৩৩. যুক্তিবাক্য হলো– ভাষাগত প্রক্রিয়ার বিষয়।
৩৪. যুক্তিবাক্যে অনিবার্যভাবে উপস্থিত থাকে– সংযোজক।
৩৫. চেতনার প্রাথমিক স্তর হলো– অবধারণ।
৩৬. যেকোনো যুক্তিবাক্যের অংশ থাকে– তিনটি।
৩৭. যে শব্দটি উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করে থাকে তাকে বলা হয়– সংযোজক।
৩৮. সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যকে চিহ্নিত করা হয়– 'A' দ্বারা।
৩৯. বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যকে প্রকাশ করা হয়– 'O' দ্বারা।
৪০. *'From The Ground Work of Dedudiver Logic'* গ্রন্থটির রচয়িতা– যুক্তিবিদ জনসন।
৪১. যুক্তিবাক্যে সংযোজকের প্রকাশ ঘটে– 'হয়' রূপে।
৪২. যুক্তিবাক্যের ওপর নির্ভর করে– যুক্তির বৈধতা ও অবৈধতা।
৪৩. যুক্তিবিদ্যায় ব্যাপ্যতা শব্দটি প্রয়োগ করা হয়– পদের ক্ষেত্রে।

http://teachingbd.com

৪৪. পদের ব্যাপ্যতা বলতে বোঝায়– এর প্রসারতাকে।
৪৫. সহানুমানের বৈধতা-অবৈধতা নির্ণয়ের মূল ভিত্তি হলো– পদের ব্যাপ্যতা।
৪৬. যুক্তিবাক্যের ব্যাপ্ত পদের ধারণাকে সহজে মনে রাখার কৌশল আবিষ্কার করেন– যুক্তিবিদ Swinburne.
৪৭. উদ্দেশ্য ও বিধেয় নামে দুটি পদ নিয়ে গঠিত– শর্তনিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য।
৪৮. যুক্তিবিদ সুইনবার্ণের ব্যাপ্যতার নির্ণয়ের সূত্র হলো– As Eb In Op.

চতুর্থ অধ্যায়: বিধেয়ক

১. বিধেয়কের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো– Predicables.
২. যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তাকে বলে– উদ্দেশ্য পদ।
৩. উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তাকে বলে– বিধেয় পদ।
৪. উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে যে সম্পর্ক তাকে– বিধেয়ক বলে।
৫. পরফিরির মতে বিধেয়ক– পাঁচ প্রকার।
৬. বিধেয়ক নিয়ে প্রথম চিন্তা-ভাবনা করেন– গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল।
৭. উদ্দেশ্যের সাথে বিধেয়ের যে সম্পর্ক তাকে বলে– বিধেয়ক।
৮. যে পদ উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে তাকে বলে– বিধেয়।
৯. বিধেয় হলো একটি– পদ।
১০. বিধেয় ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় আর বিধেয়ক– যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।
১১. বিধেয় হলো যুক্তিবাক্যের অংশ আর বিধেয়ক নির্দেশ করে– উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে।
১২. কোনো প্রকারভেদ বা শ্রেণিবিভাগ দেখা যায় না– বিধেয়ের।
১৩. একক বা বিশেষ হিসেবে বিধেয় মূর্ত হলেও শ্রেণির ধারণা হওয়াতে বিধেয়ক সাধারণত– অমূর্ত হয়।
১৪. বিধেয়ক হলো একটি– সম্পর্কের নাম।
১৫. এরিস্টটলের মতে বিধেয়ক– চার প্রকার।
১৬. পরফিরি কর্তৃক প্রদত্ত বিধেয়কের শ্রেণিবিভাগই– সর্বজন স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য।
১৭. এরিস্টটল প্রদত্ত বিধেয়কের প্রকারভেদে অতিরিক্ত গুণ যোগ করেন– যুক্তিবিদ পরফিরি।
১৮. একটি উপজাতিকে তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করার গুণ হলো– লক্ষণ বা বিভেদক লক্ষণ।
১৯. *'Elements of Modern Logic'* গ্রন্থটির রচয়িতা– যুক্তিবিদ S. H. Mellone.
২০. পরিফিরি ছিলেন একজন– গ্রিক দার্শনিক।
২১. র‍্যামাসের ছক বলা হয়– পরফিরির ছককে।
২২. জাতি ও উপজাতিবাচক পদকে শ্রেণিবন্ধ বা বিন্যাস করেন– যুক্তিবিদ পরফিরি।
২৩. যুক্তিবিদ পরফিরি বিধেয়ক প্রকাশে সমর্থ হন– ছকের মাধ্যমে।
২৪. পরফিরির ছককে জনপ্রিয় করে তোলেন– যুক্তিবিদ র‍্যামাস।
২৫. পরফিরি ছকের অপর নাম– র‍্যামাসের ছক।

পঞ্চম অধ্যায়: অনুমান

১. অনুমানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো– Inference।
২. অনুমান হলো একটি– মানসিক প্রক্রিয়া।
৩. কোনো জানা তথ্যের ভিত্তিতে অজানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মানসিক প্রক্রিয়াকে বলা হয়– অনুমান।
৪. অনুমানের ভাষাগত রূপকে বলা হয়– যুক্তি।
৫. অনুমানের প্রাথমিক উপাদান হলো– জ্ঞাত তথ্য বা উপাত্ত।
৬. অনুমানের সিদ্ধান্ত সত্য হবার পূর্বশর্ত হলো– সত্য আশ্রয়বাক্য ও নতুনত্ব।
৭. অনুমানের নতুন যুক্তিবাক্যকে বলা হয়– সিদ্ধান্ত।
৮. অনুমানকে প্রধানত ভাগ করা যায়– দুই ভাগে।
৯. অবরোহ অনুমান বিভক্ত– দুই ভাগে।
১০. অবরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে অনুমান প্রক্রিয়ার গতি হয়– নিম্নমুখী।
১১. মাধ্যম অনুমানে সব সময় আশ্রয়বাক্য থাকে– দুই বা ততোধিক।
১২. মাধ্যম অনুমানের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো– সহানুমান বা ন্যায়ানুমান।
১৩. অবরোহ অনুমানের বিচার্য বিষয় হলো– আকারগত সত্যতা।
১৪. আরোহ অনুমানে– বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটি সার্বিক বাক্যকে সিদ্ধান্তরূপে অনুমান করা হয়।
১৫. আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্তের সত্যতা– আশ্রয়বাক্যের দ্বারা সমর্থিত।
১৬. আরোহ অনুমানের গতি হয়– ঊর্ধ্বমুখী।
১৭. আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে– সার্বিক সাধারণ বা বিশিষ্ট বাক্য।
১৮. আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়– আশ্রয়বাক্যের বস্তুগত সত্যতা।
১৯. আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত হয়– সম্ভাব্য।
২০. আরোহ যুক্তির সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়– একাধিক আশ্রয়বাক্যের ভিত্তিতে।
২১. অবরোহ ও আরোহ অনুমানের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়– অবরোহ যুক্তিবিদ্যা ও আরোহ যুক্তিবিদ্যা।
২২. অনুমানের দুটি প্রকার হলো– অবরোহ ও আরোহ অনুমান।
২৩. আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত হয়– সম্ভাব্য।
২৪. সার্বিক যুক্তিবাক্য থেকে বিশেষ যুক্তিবাক্যে আসার প্রক্রিয়াকে বলে– অবরোহ অনুমান।
২৫. বিশেষ যুক্তিবাক্য থেকে সার্বিক যুক্তিবাক্যে আসার প্রক্রিয়াকে বলে– আরোহ অনুমান।
২৬. অবরোহ অনুমানের গতি হয়– নিম্নমুখী।
২৭. মাধ্যম ও অমাধ্যম অনুমান হলো– অবরোহের প্রকরণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়: অবরোহ অনুমান

১. অবরোহ অনুমান বিভক্ত– দুই ভাগে।
২. অমাধ্যম ও মাধ্যম অনুমান উভয়ই– অবরোহ অনুমান।
৩. অমাধ্যম অনুমানে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়– একটিমাত্র আশ্রয়বাক্য থেকে।
৪. একাধিক আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া হলো– মাধ্যম অনুমান।
৫. অমাধ্যম ও মাধ্যম অনুমানের ক্ষেত্রে লক্ষ করা হয়– যুক্তির বৈধতার দিক।
৬. অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত হতে পারে– সার্বিক বা বিশেষ।
৭. অমাধ্যম অনুমান হচ্ছে– দুটি যুক্তিবাক্যের সমষ্টি।
৮. অমাধ্যম অনুমানের সিদ্ধান্ত হতে পারে– আশ্রয়বাক্যের সমব্যাপক।
৯. অমাধ্যম অনুমানে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকে– আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত।
১০. যুক্তিবিদগণ অমাধ্যম অনুমানকে ভাগ করেছেন– দশ ভাগে।
১১. অমাধ্যম অনুমানের সিদ্ধান্ত সরাসরি নিঃসৃত হয়– আশ্রয়বাক্য থেকে।
১২. অমাধ্যম অনুমানের সত্যতা নির্ধারিত হয়– আশ্রয়বাক্যের সত্যতা দ্বারা।
১৩. আবর্তনীয়ের উদ্দেশ্য পদ আবর্তিতে এসে– বিধেয় পদ হয়।
১৪. আবর্তনীয়ের বিধেয় পদ আবর্তিতে এসে– উদ্দেশ্য পদ হয়।
১৫. আবর্তনকে ভাগ করা হয়– দুই ভাগে।
১৬. আবর্তনের অন্তর্ভুক্ত হলো– সরল আবর্তন ও অসরল আবর্তন।
১৭. আবর্তনের আশ্রয়বাক্য সিদ্ধান্তকে বলা হয়– আবর্তনীয় ও আবর্তিত।
১৮. আবর্তনের নিয়ম হলো– চারটি।
১৯. আবর্তন হচ্ছে এক ধরনের– অবরোহ অনুমান।
২০. A-যুক্তিবাক্য– একটি সদর্থক যুক্তিবাক্য।
২১. A-বাক্যকে আবর্তন করলে পাওয়া যায়– I-বাক্য।
২২. E-বাক্যকে আবর্তন করলে পাওয়া যায়– E-বাক্য।
২৩. আবর্তন সম্ভব নয়– O-যুক্তিবাক্যের।
২৪. যে আবর্তনে আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের পরিমাণ একই থাকে তাকে বলে– সরল আবর্তন।
২৫. প্রতিবর্তনের মূলকথা হলো– গুণের পরিবর্তন করা।
২৬. প্রতিবর্তনের আশ্রয়বাক্যকে বলা হয়– প্রতিবর্তনীয়।
২৭. প্রতিবর্তন প্রক্রিয়ার নিয়ম– ৪টি।
২৮. প্রতিবর্তনীয় ও প্রতিবর্তিতের উদ্দেশ্য পদ– একই হবে।
২৯. প্রতিবর্তনীয় ও প্রতিবর্তিতের বিধেয় পদ পরস্পর– বিরুদ্ধ পদ হবে।
৩০. [illegible] http://teachingbd.com
৩১. A-যুক্তিবাক্যকে প্রতিবর্তন করলে–E যুক্তিবাক্য পাওয়া যায়।
৩২. O-যুক্তিবাক্যকে প্রতিবর্তন করলে– I যুক্তিবাক্য পাওয়া যায়।
৩৩. আবর্তিত প্রতিবর্তনের নিয়ম হলো– চারটি।
৩৪. আবর্তিত প্রতিবর্তনে আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের গুণ পরস্পর– ভিন্ন হবে।
৩৫. A-যুক্তিবাক্যের প্রতি-আবর্তিত হবে– E যুক্তিবাক্যে।
৩৬. E-যুক্তিবাক্যের প্রতি-আবর্তিত হবে– I যুক্তিবাক্যে।
৩৭. I-যুক্তিবাক্যের– প্রতি আবর্তিত সম্ভব নয়।
৩৮. প্রতি আবর্তনের সিদ্ধান্তকে বলা হয়– Contrapositive বা প্রতি আবর্তিত।
৩৯. আবর্তিত প্রতিবর্তনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের বিধেয় হবে– আশ্রয়বাক্যের উদ্দেশ্য পদ।
৪০. মাধ্যম অনুমান এক ধরনের– অবরোহ অনুমান।
৪১. মাধ্যম অনুমানে পদ থাকে– তিনটি।
৪২. মাধ্যম অনুমানের যুক্তিবাক্যের সংখ্যা থাকে– তিনটি।
৪৩. মাধ্যম অনুমানকে বলা হয়– পরোক্ষ অনুমান।
৪৪. জ্ঞাত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হওয়ার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হচ্ছে– মাধ্যম অনুমান।
৪৫. মাধ্যম অনুমানের সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে অনুমিত হয়– আশ্রয়বাক্যগুলো থেকে।
৪৬. যে অনুমানে তিনটি পদ ও তিনটি নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য থাকে তাকে বলে – সহানুমান।
৪৭. সহানুমানে যুক্তিবাক্যের সংখ্যা– তিনটি।
৪৮. সহানুমানে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়– দুটি আশ্রয়বাক্যের ভিত্তিতে।
৪৯. সহানুমানের সত্যতা নির্ভর করে– আশ্রয়বাক্যগুলোর সত্যতার ওপর।
৫০. সহানুমানকে প্রধানত-দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
৫১. সহানুমানের সিদ্ধান্তের বস্তুনিষ্ঠতা' নির্ভর করে– আশ্রয়বাক্যের বস্তুনিষ্ঠতার ওপর।
৫২. অমিশ্র সহানুমান হতে পারে– তিন ধরনের।
৫৩. সহানুমানের প্রত্যেকটি পদের– একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকে।
৫৪. সহানুমানে কোনো সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা যায় না– মধ্যপদ বা হেতুপদ ছাড়া।
৫৫. একটি সহানুমানে থাকে– তিনটি যুক্তিবাক্য।
৫৬. মধ্যপদ কাজ করে– সেতুবন্ধনকারী বা ঘটক হিসেবে।
৫৭. সহানুমানের সিদ্ধান্তের বিধেয় পদকে– প্রধান পদ বা সাধ্য পদ বলে।
৫৮. সহানুমানের সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যকে বলা হয়– অপ্রধান পদ বা পক্ষ পদ।
৫৯. সহানুমানে উভয় আশ্রয়বাক্যে কমপক্ষে একবার ব্যাপ্য হতে হয়– মধ্যপদকে।
৬০. সহানুমানে উভয় আশ্রয়বাক্য সদর্থক হলে সিদ্ধান্তটি– সদর্থক হবে।
৬১. Dictum অর্থ হলো– সূত্র।
৬২. সহানুমানের বৈধতা নির্ণয়ের সূত্র আবিষ্কার করেন– গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল।
৬৩. সহানুমানের বৈধতা বিচারে কাজে লাগে–এরিস্টটল প্রদত্ত যুক্তিটি।
৬৪. এরিস্টটলের সহানুমানের সূত্রটি– মৌলিক ও অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ নিয়ম।
৬৫. এরিস্টটলের সহানুমানের সূত্র হলো– 'একটি উক্তি যা সকল সম্পর্কে বা কারোর সম্পর্কে নয়।'
৬৬. সহানুমানের প্রথম সংস্থানকে অভিহিত করা হয়– নিখুঁত সংস্থান হিসেবে।
৬৭. মধ্যপদটি উভয় আশ্রয়বাক্যের উদ্দেশ্য হিসেবে অবস্থান করে– তৃতীয় সংস্থানে।
৬৮. চতুর্থ সংস্থানের বৈধ মূর্তি– ৫টি।
৬৯. প্রত্যেক আকারে– M মধ্যপদকে, P প্রধান পদকে এবং S অপ্রধান পদকে বোঝায়।
৭০. মধ্যপদ অবস্থান নিতে পারে সহানুমানের– চারটি স্থানে।
৭১. চারটি সংস্থানকে তুলনা করলে দেখা যায়– প্রথমটি চতুর্থটির বিপরীত।
৭২. দ্বিতীয় সংস্থানে বৈধ মূর্তি– চারটি।
৭৩. সহানুমানের মূর্তি ব্যবহৃত হয়– দুটি অর্থে।
৭৪. সংকীর্ণ অর্থে মূর্তি বলতে কেবল বোঝায়– বৈধ মূর্তিকেই।
৭৫. সহানুমানের আশ্রয়বাক্যের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে যে আকার নির্ধারিত হয় তাকে বলে– সহানুমানের রূপ বা মূর্তি।
৭৬. সহানুমানের চারটি সংস্থানে আমরা (১৬ × ৪) = ৬৪টি মূর্তি পেতে পারি।

৭৭. A, E, I এবং O বাক্যের প্রতিটাকে প্রধান আশ্রয়বাক্য হিসেবে ধরে সহানুমানের রূপ পাওয়া যায়— ১৬টি।
৭৮. দ্বিতীয় আকারে মধ্যপদ— উভয় আশ্রয়বাক্যের বিধেয় পদ হয়।
৭৯. উভয় আশ্রয়বাক্যের উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়— তৃতীয় আকারে।
৮০. প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান— দুই প্রকার।
৮১. প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান— মিশ্র সহানুমানের একটি অংশ।
৮২. প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানে যুক্তিবাক্যের সিদ্ধান্তটি হয়— নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য।
৮৩. বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানে প্রধান আশ্রয়বাক্যটি হয়— বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য।
৮৪. বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের নিয়ম দুটির প্রবর্তক যথাক্রমে— যুক্তিবিদ মিল ও ইউবারবেগ।
৮৫. প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের নিয়ম দুটি লঙ্ঘন করলে— দুই ধরনের অনুপপত্তি ঘটে।
৮৬. দ্বিকল্প সহানুমানে সিদ্ধান্তটি হয়— নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য।
৮৭. দ্বিকল্প সহানুমানকে প্রথমত ভাগ করা হয়— দুই ভাগে।
৮৮. সিদ্ধান্তের প্রকৃতির ভিত্তিতে দ্বিকল্প সহানুমানকে ভাগ করা হয়— দুইভাগে।
৮৯. Dilemma শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো— উভয় সংকট।
৯০. প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমানের নিয়মের ভিত্তিতে দ্বিকল্পের নিয়ম— দুটি।
৯১. দ্বিকল্প সহানুমানের প্রধান আশ্রয়বাক্যটি হলো— প্রাকল্পিক যৌগিক যুক্তিবাক্য।
৯২. দ্বিকল্প সহানুমানের অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটি একটি— বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য।

সপ্তম অধ্যায়: আরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমানের ভিত্তি

১. আরোহের ইংরেজি শব্দ হলো— Induction।
২. ইংরেজি Induction শব্দটি উদ্ভূত— ল্যাটিন শব্দ Epagogue থেকে।
৩. আরোহ অনুমান হলো— অভিজ্ঞতাভিত্তিক অনুমান।
৪. আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত সর্বদা— সার্বিক যুক্তিবাক্য হয়।
৫. আরোহ অনুমানে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির ওপর ভিত্তি করে— সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
৬. আরোহ অনুমানে— আরোহমূলক উল্লম্ফন থাকে।
৭. বিশেষ থেকে সার্বিকে বা অনিরীক্ষিত থেকে নিরীক্ষিতে গমন প্রক্রিয়াকে বলা হয়— আরোহমূলক লম্ফ।
৮. আরোহ অনুমানের আশ্রয়বাক্যগুলো— প্রকৃতি নির্ভর।
৯. যুক্তিবিদগণ আরোহের স্তরকে বিভক্ত করেছে— নয় ভাগে।
১০. যে সকল স্তর অতিক্রম করার মধ্যে দিয়ে ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে বলে— আরোহের স্তর।
১১. যুক্তিবিদ মিল কর্তৃক আরোহের প্রকারভেদ হলো— প্রকৃত আরোহ ও অপ্রকৃত আরোহ।
১২. আরোহের ধাপ বা স্তর অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠা করা যায়— সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য।
১৩. আরোহের ভিত্তি হলো— আকারগত ভিত্তি ও বস্তুগত ভিত্তি।
১৪. আরোহ পদ্ধতির প্রথম স্তর হলো— সংজ্ঞায়ন।
১৫. যুক্তিবিদ মিলের মতে, আরোহের প্রধান স্তর হচ্ছে— সার্বিকীকরণ।
১৬. যে মৌলিক নিয়মের ওপর ভিত্তি করে আরোহের সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয় তাকে— আরোহের আকারগত ভিত্তি বলা হয়।
১৭. যুক্তিবিদগণ আরোহের ভিত্তিতে বিভক্ত করেছেন— দুই ভাগে।
১৮. আরোহের আকারগত ভিত্তি হলো— প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়ম।
১৯. আরোহের বস্তুগত ভিত্তি হলো— নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ।
২০. যুক্তিবিদ মিল আরোহের ভিত্তি বলে মনে করেন— প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিকে।
২১. আরোহের আকারগত ভিত্তির কাজ হলো— আকারগত সত্যতা অর্জন করা।
২২. প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো— প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি।
২৩. কার্য ও কারণ দুটি— সাপেক্ষ পদ।
২৪. কারণের (Cause) এক অপরিহার্য অংশ হলো— শর্ত (Condition)।
২৫. যেসব শর্ত উপস্থিত থাকলে কার্য সংঘটিত হয় তাকে বলে— সদর্থক শর্ত।
২৬. যেসব শর্ত অনুপস্থিত থাকলে কার্য সংঘটিত হয় তাকে বলে— নঞর্থক শর্ত।
২৭. কারণ পরিবর্তন বা রূপান্তরের মাধ্যমে— কার্যে পরিণত হয়।
২৮. যুক্তিবিদ কার্ভেথ রিডের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো— 'Inductive Logic'।
২৯. মিশ্র কারণ দ্বারা সৃষ্ট মিশ্র কার্যটিকে বলা হয়— কার্য সংমিশ্রণ।
৩০. কার্য সংমিশ্রণের প্রকরণ হলো— সমজাতীয় কার্য সংমিশ্রণ ও ভিন্ন জাতীয় কার্য সংমিশ্রণ।
৩১. সর্বপ্রথম কারণের বহুত্ব কথাটির প্রবর্তন করেন— যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল।
৩২. দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা সাহায্য নিয়ে থাকি— বহুকারণ সমন্বয়ের মাধ্যমে।
৩৩. *'A System of Logic'* গ্রন্থটির রচয়িতা— যুক্তিবিদ জে. এস. মিল।
৩৪. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহুকারণবাদ হচ্ছে— অর্থহীন মতবাদ।
৩৫. নিরীক্ষণকে আরোহের— বস্তুগত ভিত্তি বলা হয়।
৩৬. প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো বস্তুকে বা ঘটনাকে প্রত্যক্ষণ করার নামই হলো— নিরীক্ষণ।
৩৭. নিরীক্ষণের ইংরেজি শব্দ হলো— Observation.
৩৮. নিরীক্ষণ হলো— উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যক্ষণ।
৩৯. অনুপপত্তি হলো— একধরনের যুক্তিদোষ বা হেত্বাভাস।
৪০. নিরীক্ষণজনিত অনুপপত্তি হলো— সদর্থক অনুপপত্তি ও নঞর্থক অনুপপত্তি।
৪১. Observation-এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে— কোনো কিছুকে মনের সম্মুখে রাখা।
৪২. নিরীক্ষণে কোনো রকম ভুল হলে উদ্ভব হয়— নিরীক্ষণ অনুপপত্তির।
৪৩. অনিরীক্ষণ এক ধরনের নঞর্থক অনুপপত্তি আর ভ্রান্ত নিরীক্ষণ হচ্ছে— এক প্রকার সদর্থক যুক্তি দোষ।
৪৪. পরীক্ষণের ক্ষেত্রে— গবেষণাগার অপরিহার্য।
৪৫. পরীক্ষণ হলো— উদ্দেশ্যমূলক নিরীক্ষণ।
৪৬. পরীক্ষণে ঘটনার— পুনরাবৃত্তি সম্ভব।
৪৭. পরীক্ষণের সিদ্ধান্ত— সার্বজনীন।
৪৮. পরীক্ষণে যতখুশি ইচ্ছেমতো— দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায়।
৪৯. নিরীক্ষণের মতো পরীক্ষণ হলো— আরোহ অনুমানের বস্তুগত ভিত্তি।
৫০. পরীক্ষণের আবশ্যিক ও অপরিহার্য বিষয়গুলো হচ্ছে— প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং গবেষণা কার্য।
৫১. নিরীক্ষণের ক্ষেত্র পরীক্ষণের তুলনায়— ব্যাপক।
৫২. নিরীক্ষণ হচ্ছে পরীক্ষণের— পথ প্রদর্শক।
৫৩. নিরীক্ষণ সুষ্ঠ ও নিশ্চিত হলে— পরীক্ষণকার্য সত্য হয়।
৫৪. পরীক্ষণ প্রক্রিয়া নির্ভরশীল হয়— নিরীক্ষণের ওপর।
৫৫. পরীক্ষণের প্রয়োগক্ষেত্র— নিরীক্ষণের তুলনায় ক্ষুদ্রতর।
৫৬. পরীক্ষণের তুলনায় নিরীক্ষণে— জ্ঞানগত সুবিধা রয়েছে।
৫৭. নিরীক্ষণের জন্যে কোনো— বিশেষ ধরনের পরিবেশ প্রয়োজন হয় না।
৫৮. নিরীক্ষণের আলোচ্য বস্তু বা ঘটনাকে— পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে আলাদা করা যায় না।

অষ্টম অধ্যায়: প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা

১. কোনো কিছু বোঝার বা নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত চিহ্নকে বলে— প্রতীক (Symbol)।
২. সাধারণভাবে প্রতীক হলো কোনো কিছুর লিখিত বা কথিত— সংকেত।
৩. কোনো উত্তরের পাশে— (√) টিক চিহ্ন ঠিক উত্তরের প্রতীক এবং (×) ক্রস চিহ্ন ভুল উত্তরের প্রতীক বলে গণ্য হয়।
৪. প্রতীক দু প্রকার— শাব্দিক প্রতীক ও অশাব্দিক প্রতীক।
৫. কোনো কিছুকে স্পষ্ট করে, ভাষার ত্রুটি দূর করে— প্রতীক।
৬. কোনো বক্তব্য বা বিষয়কে সংক্ষেপে প্রকাশ করার জন্যে প্রদর্শিত চিহ্ন হচ্ছে— প্রতীক।
৭. প্রতীক সুপরিকল্পিত কিন্তু সংকেত— অপরিকল্পিত স্বেচ্ছামূলক।
৮. সব প্রতীককে সংকেত বলা যায়; কিন্তু সব সংকেতকে— প্রতীক বলা যায় না।
৯. যুক্তিবিদগণ প্রতীকের দু ভাগ করেছেন— যথা- গ্রাহক [illegible]
http://teachingbd.com
১০. অর্থের সাথে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা সরাসরি নয়— প্রতীকের। সাংকেতিক বিষয়ের সাথে সম্পর্ক সরাসরি— সংকেতের।
১১. মানুষের মনে সাংকেতিক প্রত্যাশা জাগায়— সংকেত।
১২. আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ব্যাপকতা বেশি— সংকেতের।
১৩. যুক্তিবিদ হোয়াইটহেডের মতে, যুক্তিবিদ্যায় প্রতীক ব্যবহার করা হলে যুক্তির বৈধতা— যান্ত্রিকভাবেই নিরূপণ করা সম্ভব।
১৪. প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে চিন্তা ও শ্রমের দিক থেকে— মিতব্যয়ী হওয়া যায়।
১৫. প্রতীকের সাহায্যে সহজ হয়— সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া।
১৬. জটিল যুক্তিকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়— প্রতীকের মাধ্যমে।
১৭. যুক্তিবাক্যের অস্পষ্টতা দূর করে— প্রতীক।
১৮. ধারণাজ্ঞাপক চিত্রধর্মী হলো— প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা।
১৯. গতানুগতিক, সনাতনী ও এরিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যাকে বলা হয়— সাবেকী যুক্তিবিদ্যা।
২০. প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা বিশেষভাবে উদ্ভাবিত প্রতীকের মাধ্যমে— যুক্তিকে প্রকাশ করে।
২১. প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার ইতিহাস— সংক্ষিপ্ত।
২২. সাবেকী যুক্তিবিদ্যায় গাণিতিক ব্যাখ্যা— পরিলক্ষিত হয় না।
২৩. প্রতীকী যুক্তিবিদ্যায় গাণিতিক ব্যাখ্যা— পরিলক্ষিত হয়।
২৪. প্রতীককে একটি নির্দিষ্ট সীমায় ব্যবহার করা হয়— সাবেকী যুক্তিবিদ্যায়।
২৫. যুক্তিবিদ্যার মৌলিক ও প্রাথমিক ভিত্তি হলো— সাবেকী যুক্তিবিদ্যা।
২৬. আমাদের সচরাচর ভাষা ব্যবহার করা হয়— সাবেকী যুক্তিবিদ্যায়।
২৭. সত্যতা শব্দটি— বিশেষণ জাতীয় পদ।
২৮. সত্যতা প্রযোজ্য হয়— বচনের।
২৯. আর বৈধতা প্রযোজ্য হয়— যুক্তির ওপর।
৩০. কোনো বৈধ সহানুমানের আশ্রয়বাক্যগুলো সত্য হলে সহানুমানও— সত্য হয়।
৩১. আশ্রয়বাক্যগুলো সত্য হয়েও যদি সিদ্ধান্ত মিথ্যা হয় তবে সহানুমান— অবৈধ হবে।
৩২. যুক্তির বৈধতা নির্ণয় করে— যুক্তিবিদ্যার নিয়ম।
৩৩. বাস্তব ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলো— সত্যতা।
৩৪. বচনের বৈশিষ্ট্য সত্যতা এবং যুক্তির বৈশিষ্ট্য হলো— বৈধতা।
৩৫. ন্যায় বা যুক্তির ওপর আরোপিত হয়— বৈধতা।
৩৬. যুক্তিবাক্য বা উক্তি হয়— সত্য বা মিথ্যা।
৩৭. যে বাক্যকে বিশ্লেষণ করলে অন্য কোনো অঙ্গ বচন বা উপাদান পাওয়া যায় না তাকে— সরল বাক্য বলে।
৩৮. সরল বাক্যের অপর নাম নিরপেক্ষ বাক্য।
৩৯. যে বাক্যকে বিশ্লেষণ করলে দুই বা ততোধিক সরল বাক্য পাওয়া যায় তাকে— যৌগিক বাক্য বলে।
৪০. সাধারণত সরল বাক্যগুলোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে— যৌগিক বাক্য।
৪১. যৌগিক বাক্যকে ভাগ করা হয়— পাঁচ ভাগে।
৪২. এবং, ও এ ধরনের অব্যয় এ ধরনের দিয়ে যুক্ত পদ হয়— যৌগিক বচনের অঙ্গ।
৪৩. পারমানবিক বচন বলা হয়— সরল বাক্যকে।
৪৪. মিশ্র বচন বলা হয়ে থাকে— যৌগিক বাক্যকে।
৪৫. অঙ্গ হিসেবে অন্য বচন পাওয়া যায় না— সরল বচনে।
৪৬. যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য ও বিধেয় থাকে তাকে বলে— সরল বাক্য।
৪৭. সাধারণভাবে 'সারণি' বলতে বোঝায়— ছক বা তালিকা।
৪৮. সাধারণত সারণির ডানদিকে বা সর্বশেষে থাকে— মূল অপেক্ষক।
৪৯. সত্যতা নির্ধারণের ছক বা তালিকাকে বলে— সত্য সারণি।
৫০. সত্য সারণি প্রয়োগ করা হয়— যৌগিক বাক্যের ক্ষেত্রে।
৫১. সারি সংখ্যা নির্ধারণের সূত্র হলো— 2n।
৫২. যৌগিক বাক্যের ক্ষেত্রে সত্য সারণী প্রয়োগ করা হয় উপাদান বাক্যগুলোর— গ্রাহক প্রতীকের ভিত্তিতে।
৫৩. সংযৌগিক বাক্যের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক উপাদান বাক্য সংযোজিত থাকে— সত্য সারণির ক্ষেত্রে।
৫৪. প্রাকল্পিক বাক্যের উপাদান বাক্যগুলো 'যদি তাহলে' কিংবা এদের সমার্থক যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে— সত্য সারণির ক্ষেত্রে।